দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

30

প্রাথমিক শিক্ষকের ১১ হাজার পদ

লিখিত পরীক্ষা দিয়াছে সোয়া তিন লক্ষ প্রার্থী

রেজানুর রহমান ॥ চাকুরী যেন সোনার হরিণ। বিশেষ করিয়া সরকারী চাকুরী। কোথাও লোক নিয়োগ করা হইবে এই খোঁজ পাওয়া মাত্রই দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া যায়। গতকাল (শুক্রবার) ছিল দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা। শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় দুই দফায় শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে, ১১ হাজার। ইহার জন্য গতকাল সারাদেশে প্রায় সোয়া ৩ লক্ষ প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। চলতি বছরের মাঝা-

(১১শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষক

(১ম পৃঃ পর)

মাঝি সময় হইতে এই শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি শুরু হয়। জেলা ভিত্তিতে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। প্রতিটি আবেদনপত্রের ফি রাখা হয় ৫০ টাকা। একটি সূত্রের মতে, এই পদের ন্যূনতম যোগ্যতা এইচ এস সি চাওয়া হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ধারী তরুণ-তরুণীর সংখ্যাই বেশী। গতকালের লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রথম দফায় ৬ হাজার শিক্ষকের একটি প্যানেল তৈরী করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের নিয়োগ প্রদান করা হইবে। দ্বিতীয় তালিকায় থাকিবেন ৫ হাজার শিক্ষক। অদূর ভবিষ্যতে তাহাদেরকে নিয়োগ করা হইবে। এই শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহলের মধ্যেও তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে। মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতাদের বাসায় অফিসে ধরণা দিতে শুরু করিয়াছেন প্রার্থীরা।

বরিশালে ২৪০টি পদে প্রার্থী ১৩৪৬৪ জন

বরিশাল অফিস জানান ॥ জেলায় ১৬৪ জন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদে গতকাল শুক্রবার ৮১৫৫ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এসএসসি পাস হইতে এম,এ ডিগ্রীধারীরা পর্যন্ত এ পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রার্থীদের বেশীরভাগ ছিল মহিলা। বরগুনায় ৪০ জন শিক্ষকের পদে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২১৯৪ জন। পটুয়াখালীতে ৩৬টি পদের জন্য পরীক্ষার্থী ছিল ৩১১৫ জন।

সিলেটে ২২২টি পদের জন্য প্রার্থী ১৫৫২২ জন

সিলেট অফিস ॥ সিলেট বিভাগে সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক পদে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন ১৫ হাজার ৫ শত ২২ জন পরীক্ষার্থী। সিলেট বিভাগের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় সহকারী প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা হইতেছে মোট ২২২টি তন্মধ্যে সিলেটে ৮০টি, মৌলভী বাজারে ১৭টি, হবিগঞ্জে ২৮টি ও সুনামগঞ্জে ৯৭টি শূন্যপদ রহিয়াছে।

ময়মনসিংহে ৯৫টি পদের জন্য প্রার্থী ১৪৫১৪

ময়মনসিংহ সংবাদদাতা ॥ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা গতকাল শুক্রবার ময়মনসিংহ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ৯৫টি শূন্য পদের জন্য ১৪,৫১৪ জন প্রার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। শহরের ১৮টিকেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। উল্লেখ্য, ৯৫টি শূন্য পদের জন্য মোট ১৬ হাজার ৬ জন আবেদন করে। বাছাইয়ের পর উক্ত ১৪,৫১৪ জনকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

বরগুনার ২০টি পদের জন্য পরীক্ষা দিয়াছে দুই সহস্রাধিক

বরগুনা (উঃ) সংবাদদাতা ॥ গতকাল বরগুনার ৩টি কেন্দ্রে এই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৫টি থানায় সর্বমোট ২০টি পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছিল। দরখাস্তকৃত ২ হাজার ৯৯৫ জনের মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২ হাজার ১৯৪ জন।

যশোরে পদ ৩৫টি প্রার্থী সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার

যশোর অফিস ॥ গতকাল শুক্রবার এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শহরে নয়টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই জেলায় শূন্য পদের সংখ্যা মাত্র ৩৫টি। কিন্তু প্রার্থী হিসাবে লিখিত পরীক্ষায় মোট ৬ হাজার ৮৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে ভিড় ছিল লক্ষণীয়। অধিকাংশ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকায় পরীক্ষা চলাকালে বহিরাগত লোকজন কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। বহিরাগতদের উৎপাতের কারণে সরকারী এম এম কলেজ কেন্দ্রে কিছুক্ষণের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হয়।

খুলনায় ২৪টি পদের জন্য প্রায় ৮ হাজার প্রার্থী

খুলনা অফিস ॥ খুলনা জেলার ৯টি থানার ২৪টি সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য গতকাল (শুক্রবার) লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মোট ৭ হাজার ৮৭২ জন প্রার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ইহার মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ মহিলা বলিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানাইয়াছেন।